প্রথম আলো

তারিখ 05 MAY 2014
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষক-কর্মকর্তাদের চাকরির বয়স বাড়ছে

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকরির বয়স দুই বছর করে বাড়ছে। এ-সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব গত শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে অনুষ্ঠিত বিশেষ সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

প্রস্তাব অনুযায়ী শিক্ষকদের চাকরির বয়স ৬৫ থেকে ৬৭ বছর এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরির বয়স ৬০ থেকে ৬২ বছরে উন্নীত হবে। গত ২২ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় এই প্রস্তাবগুলো সিনেটে উত্থাপনের জন্য অনুমোদন করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সিনেট সভায় সদস্যরা চাকরির বয়স বৃদ্ধিসংক্রান্ত প্রস্তাবের পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা করেন।

সিনেট সদস্য অধ্যাপক ফিরোজা হোসেন বলেন, 'দেশের প্রথম নারী উপাচার্যের মাধ্যমে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় যেমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, তেমনি শিক্ষকদের চাকরির বয়সসীমা বৃদ্ধির মাধ্যমেও আমরা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারি।'

সিনেট সদস্য ও টাঙ্গাইল-১ আসনের সাংসদ মো. আবদুর রাজ্জাক বলেন, শিক্ষকদের চাকরির বয়সসীমা বৃদ্ধি করে তাঁদের মেধা-মননের সঠিক ব্যবহারের মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু দেশে সম্পদের সীমাবদ্ধতা ও বেকারত্বের কথা বিবেচনা করে এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করা উচিত।

উপাচার্য বলেন, দেশের বিজ্ঞানীদের চাকরির বয়সসীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরাও প্রত্যেকে নিজ নিজ জায়গায় থেকে বিজ্ঞানকে কাজে লাগাচ্ছেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানে অবদান রাখছেন। সেই জায়গা থেকে শিক্ষকদের চাকরির বয়সসীমা বৃদ্ধির প্রস্তাবও প্রাসঙ্গিক।

বর্তমান সিনেটের বৈধতা নিয়ে এক সদস্যের প্রশ্নের জবাবে উপাচার্য বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন উপদেষ্টার সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি সিনেটের সভা অনুষ্ঠানে আইনগত কোনো বাধা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ধরনের সংকট রয়েছে। আমরা সেসব সমাধানের চেষ্টা করছি। এ জন্য আপনাদের সহযোগিতা প্রয়োজন। আশা করছি, আপনারা আমাদের ভুল-ভ্রান্তি ধরিয়ে দেবেন।'

সভায় সিনেট সদস্যদের পাশাপাশি সহ-উপাচার্য মো. আবুল হোসেন, কোষাধ্যক্ষ আবুল খায়ের, রেজিস্ট্রার আবু বকর সিদ্দিক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।